ইনকিলাব

তারিখ 14 DEC 2006
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

ইনকিলাব ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরগ্রহণকারী ২৯ শিক্ষকের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিদায়ী শিক্ষকবৃন্দসহ অতিথিরা

বর্ণাঢ্য কর্মজীবন শেষ হলো ঢাবির ২৯ শিক্ষকের

টিএসসিতে স্মৃতিবিজড়িত আবহে বিদায় সংবর্ধনা

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

স্বপ্নগুলো আধো আলো আধো আঁধারে রেখে বর্ণাঢ্য কর্মজীবন শেষ করলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯ শিক্ষক। গতকাল (বুধবার) বিদায়ী সংবর্ধনায় এসে শিক্ষকরা বলেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা জীবনের অনেক সুখস্মৃতি আমাদের রয়েছে, তবে বিশ্ববিদ্যালয়কে বর্তমান অবস্থায় রেখে যাওয়া আমাদের স্বপ্ন ছিল না। এমন একটি সময়ে আমাদের বিদায় নিতে হচ্ছে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস হচ্ছে না, সংঘাত, সংঘর্ষ, দলবাজি, আঞ্চলিকতা হয়ে পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এগুলো পরিহার করে বিশ্ববিদ্যালয়ের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনতে না পারলে জাতির মুক্তির আর পথ থাকবে না। তারা বলেছেন, এ সঙ্কট থেকে মুক্তি পেতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ঘর-বাড়ী বানিয়ে ফেলতে হবে। শিক্ষকরা অভিযোগ করে বলেছেন, বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে জ্ঞানার্জনের কোন পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে না, যতটুকু হচ্ছে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে বিকেলে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) মিলনায়তনে এ সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর শরীফ উল্লাহ ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর মোঃ আখতারুজ্জামান। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর এস এম এ ফায়েজ। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ২৯ জন শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা দেয়া হয়।

তারা হলেন– রসায়ন বিভাগের প্রফেসর মশিহুজ্জামান, প্রফেসর আব্দুল্লাহ আল মামুন, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর এম শমসের আলী, লোক প্রশাসন বিভাগের প্রফেসর লুৎফুল হক চৌধুরী, আরবী বিভাগের প্রফেসর মোস্তাফিজুর রহমান, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর মাহমুদা ইসলাম, ভূতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর আব্দুস সামাদ, প্রফেসর মনজুর হাসান, মৃত্তিকাবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর সুলতান হোসেন, ড. মোঃ খুরশিদ আলম, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর মোঃ মোজাম্মেল হক, প্রফেসর আব্দুল মতিন, প্রাণিবিদ্যা বিভাগের প্রফেসর শাহাদাত আলী, মঈনুদ্দিন খান, বাংলা বিভাগের প্রফেসর ওয়াকিল আহমদ, প্রফেসর মোঃ আবু জাফর, সংস্কৃত ও পালি বিভাগের প্রফেসর সুমোঙ্গল বড়ুয়া, ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের প্রফেসর মোঃ শামসুল হক, প্রাণরসায়ন বিভাগের ড. রফিকুর রহমান, ভূগোল ও পরিবেশবিজ্ঞান বিভাগের ড. রোজি মজিদ আহসান, প্রফেসর কে বি সাজ্জাদুর রহমান, প্রফেসর নজরুল ইসলাম, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর মোঃ সাইফুল্লাহ ভূঁইয়া, প্রফেসর এ কে এম শহীদুল্লাহ, চারুকলা ইনস্টিটিউটের ড. আব্দুল মতিন সরকার, শিল্পী ড. হাশেম খান, প্রফেসর বুলবন ওসমান।

স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে প্রফেসর শাহাদাত আলী বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে বিশ্বব্যাপী সম্মানের পাত্রে পরিণত করেছে। বিভিন্ন সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি পদে দায়িত্ব পালন করায় প্রতিটি পদের আনন্দ-বেদনার স্মৃতি আমার রয়েছে। আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি ঘাস, বই, বইয়ের র‍্যাক, ধূলিকণা সবই যেন বলছে, তুমি একজন অযোগ্য ব্যক্তি ছিলে, তোমাকে আমরা খ্যাত করেছি।

প্রফেসর এম শমশের আলী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় ছিল আমার ঘর-বাড়ী। আজও শিক্ষকরা যদি বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘর-বাড়ী বানাতে পারে, শিক্ষার্থীরাও সে পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। তবেই কেবল এ বিশ্ববিদ্যালয় তার হারানো গৌরব ফিরে পেয়ে হৃত চেহারায় উদ্ভাসিত হতে পারে।

প্রফেসর আবু জাফর বলেন, ছাত্র ভর্তির ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনো ৯৯ ভাগ স্বচ্ছতা রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি কাজে এ ধরনের স্বচ্ছতা না এলে সফলতা সম্ভব নয়।

প্রফেসর এস্তাফিজুর রহমান বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল প্রাচ্যের অক্সফোর্ড। কিন্তু আজ বিশ্বের এক হাজার বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এর নাম খুঁজে পাওয়া যায় না। এমন এক সময়ে আজ আমাদের বিদায় নিতে হচ্ছে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস হচ্ছে না, যা সত্যিই দুঃখজনক।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় ভিসি বলেন, দেশ মাতৃকার এ সন্তানরা জাতি গঠনের কারিগর